রাধা ফিল্মসের
নিবেদন
মহাদান
সোনালী পিকচার্স কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীকানাই লাল ঘোষালের নিবেদন

রাধা ফিল্মস্ লিমিটেড-এর

— মহাদান —

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : চন্দ্রশেখর বসু

গীতিকার : সুবোধ পুরকায়স্থ

সংলাপ : অরুণ চক্রবর্ত্তী

সুরশিল্পী : অনিল বাগচী

চিত্রশিল্পী : ধীরেন দে

: প্রধান শব্দযন্ত্রী :

নৃপেন পাল, এম্, এস্, সি

শব্দযন্ত্রী : সুনীল ঘোষ

রসায়নিক : ধীরেন দে (কেবি)

শিল্প নির্দেশক : শুভ মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : সুখেন চক্রবর্ত্তী

সম্পাদনা : নানা বসু

: তত্ত্বাবধায়ক :

মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নিখিল রায়

প্রচার শিল্পে : প্রচার-বন্ধু

—সহকারী—

: পরিচালনায় :

রবীন সরকার, বারীন রায়

: সঙ্গীতে :

সুশান্ত লাহিড়ী

: শব্দযন্ত্রে :

মানস মুখোপাধ্যায়

: চিত্র-শিল্পে :

সুধীর মিত্র, মলয় রায়, অতুল চক্রবর্ত্তী

: রসায়নে :

লালমোহন ঘোষ, চণ্ডী শীল, সুধীর ঘোষাল, ভোলা গড়াই

: শিল্প-নির্দেশে :

অনিল পাইন, কবীন্দ্র দাসগুপ্ত

: ব্যবস্থাপনায় :

মৃদুল ব্যানার্জ্জি, ক্ষেত্র মল্লিক, রুস্তম

: সম্পাদনায় :

মধু ব্যানার্জ্জি, অনিল সরকার

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

ব্লাড্ ব্যাঙ্ক, কলিকাতা

চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স লিমিটেড

মডার্ণ ষ্টোর্স, মিত্রালয়

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স পরিবেষিত

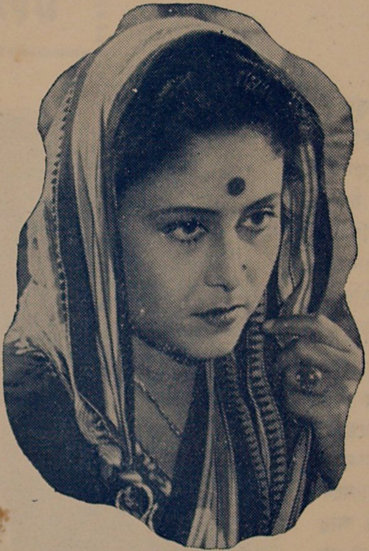

চরিত্র

রমেশ	...	জহর
শিবানী	...	মলিনা
গোপাল	...	বেণু মিত্র
অমিতা	...	মণিকা ঘোষ
মা	...	তারা ভাদুড়ী
প্রোঃ মুখার্জী	...	রবি রায়
পঞ্চানন	...	হরিধন
নবীন	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
বীরেন	...	লালমোহন ঘোষ
রাণু	...	কুমারী হাসি
লখিয়া	...	লীলাবতী
সদু	...	কমলা অধিকারী

স্মৃতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়, হাবুল বাবু, শেফালী সরকার, রুস্তম, ভানু মুখার্জী ইত্যাদি।

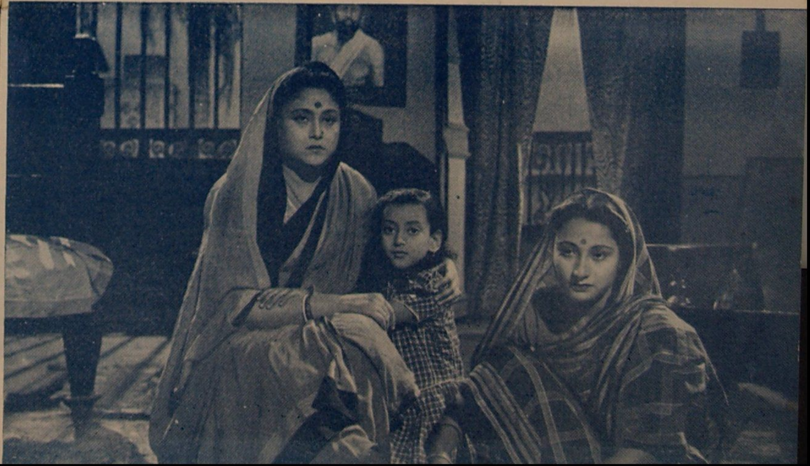

মহাদান

"সত্য বোধ হয় উপন্যাসের চেয়েও অদ্ভুত" কথাটা যে কতখানি সত্যি তা'আমি সেদিন ঠিক বুঝেছিলাম, যেদিন হাতরাস্ জংসনে সদাহাস্যময় প্রৌঢ় ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। কথায় কথায় তিনি তাঁর নিজের জীবনের বিচিত্র কাহিনীটি বলে গেলেন ...

দশ বছরের মাস্তুতো ভাই গোপালকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করেন ডাক্তার বাবু ও তাঁর স্ত্রী শিবানী দেবী। সংসারে আর ছিলেন বৃদ্ধা মা। তাঁর কাছে নিজের ছেলে ও বোনের ছেলের কোন প্রভেদ ছিল না। তাই গোপাল যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মা বলেন তাঁর ছেলেকে,– "আমি আর ক'দিন, নাতির মুখ দেখে যেতে পারবো না বাবা! গোপালের একটা বিয়ে দে।" ডাক্তার বাবু বলেন—"বেশ ত মা, সে আর এমন বড় কথা কি?"—

তারপর একদিন জাঁক-জমকের মধ্য দিয়ে গোপালের বিয়ে হয় অমিতার সঙ্গে। নিরানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে বৈচিত্র্য আসে।

ছোট বৌ অমিতা সন্তান-সম্ভবা হয়। বহু বৎসর পর শিবানীর মধ্যেও মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে ওঠে। অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে যায় সংসারে। খুসি হন ডাক্তার বাবু নিজে, খুসি হয় যুবক গোপাল আর সর্ব্বোপরি খুসি হন

মা। ভাবেন তাঁর ছোট বৌমার প'য়েই ত' শ্বশুরের বংশ রক্ষা হ'ল!

একই রাত্রে দু' জায়ের সন্তান হয়। ছোট বৌ অমিতা অজ্ঞান অবস্থায় প্রসব করে। গোপাল তখন দূরে তার কর্ম্মস্থলে। মা রোগ শয্যায়।... একটি অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হ'ন্ ডাক্তার বাবু। স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেন। সমস্যার সমাধান করেন শিবানী দেবী।

ঘটনাটি শোনার পরই আমার ইচ্ছা হয় ডাক্তার বাবুর পারিবারিক কাহিনীটি চিত্রে রূপান্তরিত করার।— তারপর আজ কয়েক বৎসর পর সেই সত্য- ঘটনাটি চিত্রে রূপান্তরিত করার সুযোগ পেয়েছি।

জানি না বর্ত্তমান চিত্রে সেই ঘটনার মর্য্যাদা ঠিক অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি কি না,— তবে এটুকু জানি যে বাংলা দেশের শ্যামল অঞ্চলতলে যে উদার মহনীয়তা আত্মগোপন করে আছে, জনসাধারণের প্রশংসমান দৃষ্টির সামনে তার যতটুকু পারি প্রকাশ করে দেওয়াটাই হ'বে আমার পরম সার্থকতা।

কলিকাতা
৬ই আগষ্ট, ১৯৪৯ } শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

— সঙ্গীত —

(এক)

দখিণ হাওয়া জাগো, জাগো
আমার ফাগুন বেলার গানে।
যে কথা রয় লাজে ঢাকা
জানে তোমার বাঁশী জানে॥
ফাগুন বেলার গানে॥
আনো বনের মনের কথা,
বকুল বীথির ব্যাকুলতা,
আনো মুকুল ফোটার বেদনখানি
দাও দুলিয়ে তানে তানে॥
দখিণ হাওয়া জাগো, জাগো
আমার ফাগুন বেলার গানে॥
মন ভুলানো. প্রাণ দুলানো,
সুরের মায়া তুমি জান, তুমি জান,
তুমি জান কি শুনে যে
গুঞ্জে ভ্রমর কুঁড়ির কানে॥
দখিণ হাওয়া জাগো, জাগো
আমার ফাগুন বেলার গানে॥

(দুই)

এই আনন্দ, এই আলো—
তুমি তারে দাও, দাওগো যে জন
তোমারে বেসেছে ভালো॥
এই আনন্দ, এই আলো॥
তব অঙ্গ সুরভি এসে
তারি পথের বাতাসে মেশে,
তার ক্লান্তি পরে হে শান্ত হে শান্ত,
তব অসীম শান্তি ঢালো॥

আমার এ পথ চলা
পথ ভোলা বারে বারে,
আপন মনে গহন অন্ধকারে,
কবে আমার আড়াল হ'তে
আমি বাহিরিব তব পথে.
তব নয়ন-সুধায় হ'বে গো, হ'বে গো,
মগন সকল দুঃখ কালো॥
এই আনন্দ, এই আলো॥

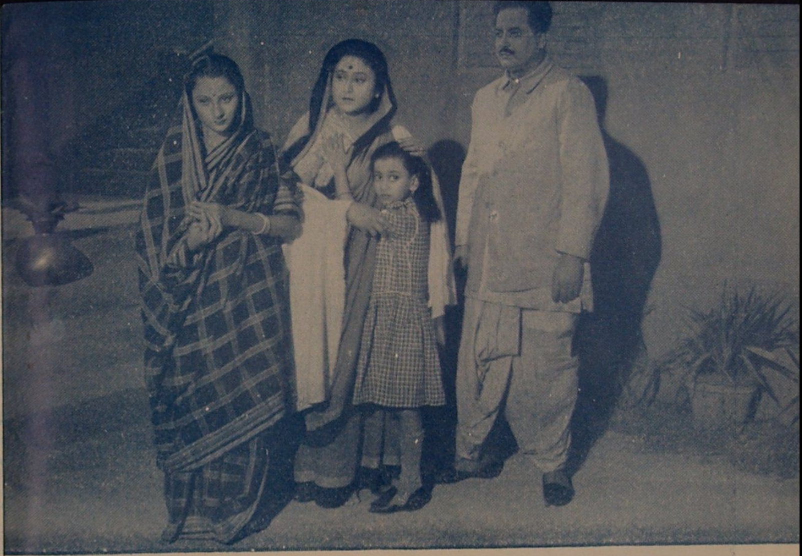

(তিন)

তোমার কুঞ্জে বকুল ঝরিছে বিধুর বায়।
আমি জানিনে—
সুরভি লাগিল যে মোর বাঁশরীর বেদনায়॥
ঝরিছে বকুল বায়॥
যবে চলে যাব দেখি হায়,
তব আঁখি দুটী জলে ছায়,
আসি' নীরব মিনতি মূরতির মতো
দাঁড়ায়েছ আঙ্গিনায়॥
ঝরিছে বিধুর বায়॥
দূরে পন্থ-বীণায় সকরুণ সুর বাজে,
জানিনা কোথায় নিয়ে যাবে মোরে
কোন্ অজানার মাঝে,
আজি চেয়ে নেব তব দান,
ওই ছল ছল অভিমান,
আরো কিছু দাও ভুলে যাও মোরে,
হাসিয়া দাও বিদায়॥
ঝরিছে বিধুর বায়॥

(চার)

ও তোর দেওয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিল
ফিরে পাবার আশা।
যাবার বেলায় অশ্রুজলে
তাই হারালি ভাষা॥
দূর রচিলি দেওয়ার সাধে,
এখন কাছে পেতে প্রাণ যে কাঁদে,
যদি ঘর ছেড়েছিস্
পথে পথে বাঁধিস্‌নে আর বাসা॥
ওরে এখনও যে আকাশে তোর
গোধূলি বিরাজে,
শান্তিময়ী রাতের বাণী
নামবে কি তার মাঝে,
দিনের কুসুম ওই যে ঝরে,
রঙ্ মুছে যায় গগন পরে,
দূরে সব-হারানো সুরে বাঁশী
বাজায় সর্ব্বনাশা॥

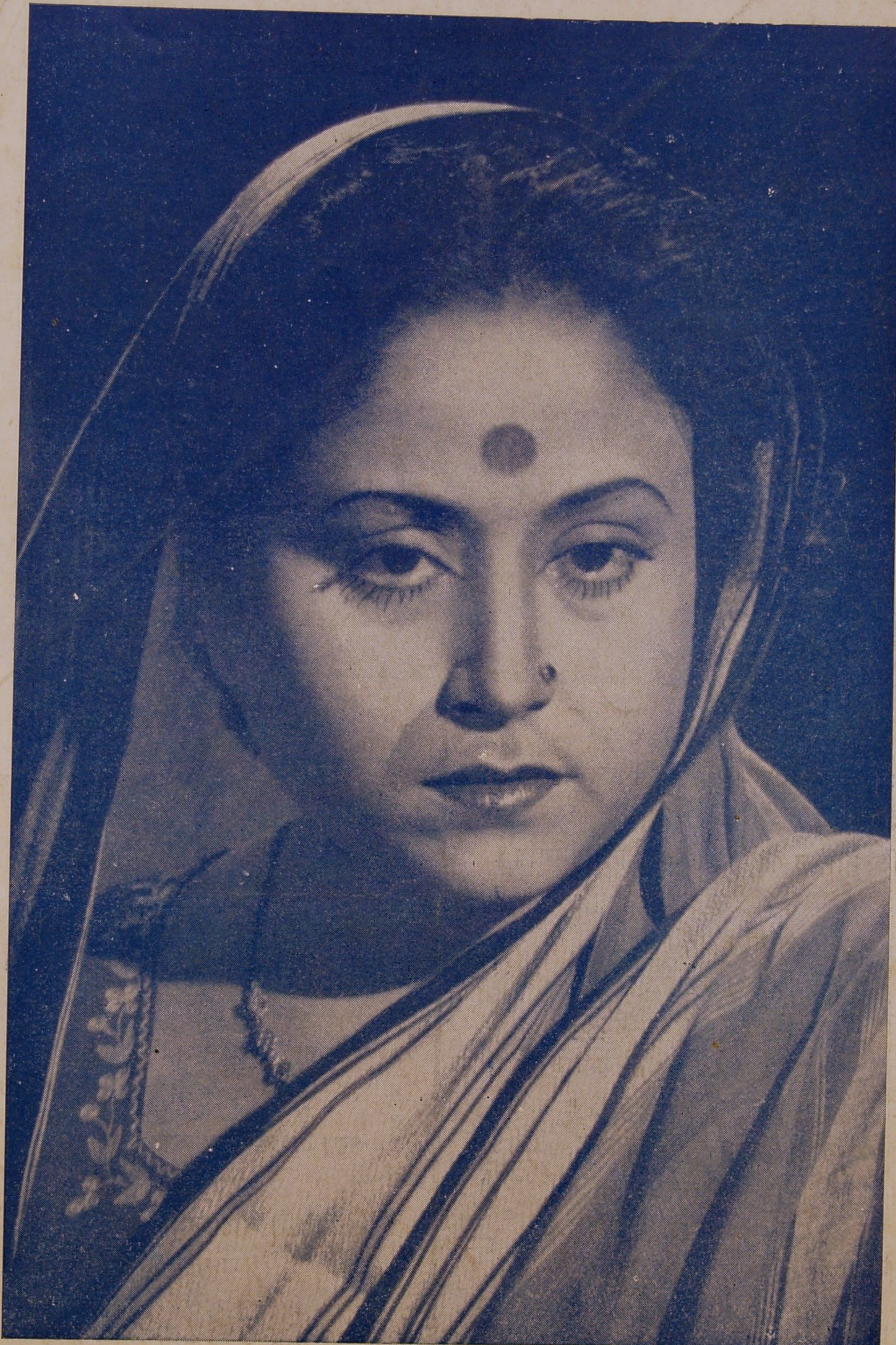

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ১৭৯।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে সম্পাদিত
ও প্রকাশিত ; গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।